১০.২. রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি শাসক প্রধানও। তাঁর নামেই শাসনসংক্রান্ত নির্দেশ জারি হয়। তবে, রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক। অর্থাৎ, তিনি নিজে কিছুই করেন না, তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ।

(ক) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির কথা সংবিধানের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় এবং ১৯৫২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত আইনে আছে। ওই আইন ১৯৭৪ ও ১৯৯৭ সালে দুইবার সংশোধিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল—

বিশেষভাবে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী

প্রথমত, রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হননা। তিনি নির্বাচিত হন বিশেষভাবে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের দ্বারা। নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়—**(ক) সংসদের উভয়কক্ষের নির্বাচিত সদস্য এবং (খ) রাজ্যগুলির[২] বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে (৫৪ ধারা)। অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজ্যসভা ও লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরাই শুধু ভোটদানের অধিকারী।**

নির্বাচন পদ্ধতি

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ভোটদান ব্যবস্থা প্রচলিত অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে আলাদা। যদিও প্রত্যেক ভোটদাতার একটি করে ভোট, তাদের ভোটের মূল্য একটি নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী স্থির করা হয়। যেমন ১৯৯৭ সালে একাদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় সিকিম ও উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার সদস্যদের ভোটের মূল্য স্থির হয়েছিল যথাক্রমে ৭ ও ২০৮ এবং সংসদ সদস্যদের ভোটের মূল্য ছিল ৭০৮।[৩]

রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের ভোটের মূল্য

সংবিধানের ৫৫(১) ধারায় একটি নির্দিষ্ট সূত্র অনুযায়ী ভোটদাতাদের ভোটের মূল্য নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। কোনো-একটি রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটের মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যাকে[৪] বিধান-সভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। ভাগফলকে আবার এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয়। দ্বিতীয়বার ভাগের পর যে ভাগফল পাওয়া যায় সেটাই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটের মূল্য। এই দ্বিতীয়বার বিভাজনের সময় ভাগশেষ পাঁচশো বা তার বেশি হলে প্রত্যেক সদস্যের ভোটের মূল্যে ১ যোগ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, ভারতের কোনো-একটি অঙ্গরাজ্যের মোট জনসংখ্যা ৪৫,৮৮৩,৮৬০ এবং বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৮০। সুতরাং প্রথমে সদস্যসংখ্যা ২৮০ দিয়ে জনসংখ্যা ৪৫,৮৮৩,৮৬০-কে ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভাগফল হবে ১৬৩৮৭০। এই সংখ্যাকে অর্থাৎ ১৬৩৮৭০-কে আবার এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে। দ্বিতীয়বার বিভাজনের পর ভাগশেষ পাঁচশত বা তার বেশি অর্থাৎ ৮৭০ হওয়ায় ভাগফল ১৬৩-এর সঙ্গে ১ যোগ করতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক সদস্যের ভোটের মূল্য হবে ১৬৪।

সংসদ সদস্যদের ভোটের মূল্য

তৃতীয়ত, ভারতের সব অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের মোট ভোটের মূল্যকে সংসদের উভয়কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তা সংসদের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটের মূল্য। ভগ্নাংশ থাকলে এবং তা অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি হলে ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করতে হয়।

এই বিষয়টিও একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালে একাদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় রাজ্যগুলির মোট ভোটের মূল্য ছিল ৫,৪৯,৫১১। সেই সময় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা ছিল (রাজ্যসভা—২৩৩ এবং লোকসভা—৫৪৩) মোট ৭৭৬। ৫,৪৯,৫১১-কে ৭৭৬ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল পাওয়া যায় ৭০৮। কাজেই, সংসদের প্রত্যেক সদস্যের ভোটের মূল্য ছিল ৭০৮।

সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি

চতুর্থত, আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের ১২ ধারার অনুকরণে ভারতের সংবিধানে ৫৫(৩) ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মে একক হস্তান্তরযোগ্য। সংক্ষেপে এই নির্বাচন পদ্ধতি হল—

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যতজন প্রার্থী থাকবেন একজন ভোটদাতা ততগুলি পছন্দের ভোট দিতে পারবেন। যে প্রার্থীকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ ভোটপত্রে তাঁর নামের পাশে প্রথম পছন্দ ১ সংখ্যা বসাতে হবে। এ ছাড়া পছন্দের ক্রমানুসারে ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি যতজন প্রার্থী থাকবেন ততগুলি সংখ্যা বসানো যেতে পারে। অবশ্য এই দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পছন্দ চিহ্নিত করা বাধ্যতামূলক নয়। কোনো নির্বাচক ২, ৩, ৪ প্রভৃতি পছন্দ নাও দিতে পারেন। তবে প্রথম পছন্দ অবশ্যই জানাতে হবে। তা না-হলে ভোটপত্র বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

কোটা

পঞ্চমত, ভোটদান পর্ব শেষ হলে প্রার্থীদের প্রাপ্ত প্রথম পছন্দের ভোটগুলি গণনা করা হয়। বৈধ ভোটপত্রগুলিতে সব প্রার্থীর পাওয়া প্রথম পছন্দের মোট ভোটসংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে **কোটা (quota) বলে। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে হলে ওই কোটা ভোট পেতে হয়।** কোটা ভোট কত হবে, তা ঠিক করার জন্য ওই পদ্ধতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হল, এটা নিশ্চিত করা যে, রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে গেলে প্রার্থীকে অবশ্যই নির্বাচকদের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে।

ভোট হস্তান্তর

ষষ্ঠত, সব প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোট গোনার পর যদি দেখা যায় কেউই কোটা ভোট পাননি, তাহলে যে প্রার্থী সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন তাঁকে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর ভোটপত্রের দ্বিতীয় পছন্দের ভোটকে **অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে হস্তান্তরিত করা হয়, অর্থাৎ, তাঁদের প্রথম পছন্দ ভোটের সঙ্গে যোগ করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো প্রার্থী কোটা ভোট পান অথবা একজন মাত্র প্রার্থী অবশিষ্ট থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে প্রার্থী বাতিল এবং পছন্দের ক্রমানুসারে ভোটপত্রের হস্তান্তরকরণ চলতে থাকে।**

Scanned with CamScanner

ভোট গণনা

ভোট গণনার এই প্রক্রিয়া একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। যেমন, ধরা যাক, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনজন প্রার্থী হলেন ক, খ এবং গ। প্রথম পছন্দের মোট বৈধ ভোটসংখ্যা হল ৫,০০০। আরও ধরা যাক, তিনজন প্রার্থী প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছেন ঃ

ক	খ	গ
২,২০০	১,৮০০	১,০০০

এক্ষেত্রে কোটা হবে $\frac{৫০০০}{২} + ১ = ২,৫০১$।

ওপরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো প্রার্থীই ২,৫০১ সংখ্যক ভোট অর্থাৎ কোটা ভোট পাননি। সুতরাং সব থেকে কম ভোট পেয়েছেন যে প্রার্থী তাকে, অর্থাৎ, গ-কে, নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিয়ে তাঁর ভোটপত্রগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুসারে ক ও খ-এর মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে। ধরা যাক, হস্তান্তরের ফলে দেখা গেল ক—১০০ এবং খ—৯০০ দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পেয়েছেন। এই অবস্থায় দুইজন প্রার্থীর ভোটসংখ্যা হবে ঃ

	ক	খ
প্রথম পছন্দের ভোটসংখ্যা—	২,২০০	১,৮০০
দ্বিতীয় পছন্দের ভোটসংখ্যা—	১০০	৯০০
মোট ভোটসংখ্যা—	২,৩০০	২,৭০০

অর্থাৎ, খ নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভোটসংখ্যা বা কোটা ভোট পেয়েছেন। সুতরাং খ-কেই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করা হবে।

১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এইভাবে দ্বিতীয় পছন্দের ভোট প্রথম পছন্দের সঙ্গে যোগ করে **ভি.ভি. গিরি** রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

■ **নির্বাচন পদ্ধতি জটিল হওয়ার কারণ ঃ** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য এই ধরনের জটিল পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণ, সংবিধান প্রণেতারা দুটি নীতির ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন—(১) প্রতিটি রাজ্যের জনসংখ্যার সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা যুক্ত করে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সমরূপতা রাখার নীতি। অর্থাৎ যথাসম্ভব প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব যাতে একই হারে হয়, তা দেখা, [৫৫(১)] এবং (২) সমগ্রভাবে রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রের ভোটের মূল্যে সমতা বজায় রাখার নীতি [৫৫(২)]। অর্থাৎ, একদিকে সমষ্টিগতভাবে রাজ্যগুলি এবং অন্যদিকে কেন্দ্র—এই দুই পক্ষের ভোটের মূল্য যাতে সমান হয়, তা নিশ্চিত করে।

Scanned with CamScanner